যায়যায়দিন

তারিখ 1 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিবিএসের জরিপ

দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছে পিছিয়ে মহিলারা

যাযাদি রিপোর্ট

দেশে শিক্ষিতের হার বেড়েছে। জাতীয় পর্যায়ে ১১ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে শিক্ষিত জনসংখ্যা শতকরা ৫৩ দশমিক ৭০ ভাগ। ৩ বছরের ব্যবধানে এ হার বেড়েছে প্রায় ৫ শতাংশ। শিক্ষিতের হারে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে রয়েছে।

শিক্ষার হারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। এই বিভাগে শিক্ষিতের হার ৬১ দশমিক ১০ শতাংশ। আর ৪৫ দশমিক ২০ শতাংশ নিয়ে সবচেয়ে কম শিক্ষিতের হার সিলেট বিভাগে।

ঢাকা শিক্ষিতের : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

শিক্ষিতের : দেশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শহরে শিক্ষার হার ৫১ দশমিক ৫০ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) লিটারেসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে ২০১১ তে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রোববার সার্ভের প্রতিবেদন প্রকাশ করে বিবিএস। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার। বিবিএসের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে এ সময় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের (এসআইডি) সচিব মো. নজিবুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, পিকেএসএফের সভাপতি কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২০১১ সালের আদমশুমারিকালীন এই শিক্ষা জরিপে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত জনসংখ্যাকে গণনার আওতায় আনা হয়। এর আগে ২০০৮ সালের অনুরূপ জরিপে ১১ বছর থেকে গণনা করা হলেও বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা ছিল না।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৮ সালে ১১ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল ৪৪ দশমিক ৮০ শতাংশ, যা ২০১১ সালে প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে ৫৩ দশমিক ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়।

লিঙ্গভিত্তিক জরিপে দেখা যায়, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষায় পুরুষ নারীর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেখানে প্রতি ১০০ জন নারীর মধ্যে শিক্ষিত ৪৭ জন, সেখানে পুরুষের সংখ্যা ৫৩ জনের বেশি।

জরিপে দেখা যায়, শহরের চেয়ে গ্রামে শিক্ষার হার কম। শহর এলাকায় গড় শিক্ষিতের হার ৬৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। আর গ্রামে এই হার ৫০ দশমিক ৫০ শতাংশ।